প্রথম আলো

তারিখ ... 5 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধান শিক্ষকের অনিয়মে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বন্ধ

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি ●

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার পাকরুল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০ শিক্ষার্থী এক বছর ধরে শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনিয়মের কারণে তারা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পাকরুল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রসুল মাহমুদের বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের এপ্রিলে ছাত্র উপবৃত্তির তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেন অভিভাবকেরা। তিনজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পান। কিন্তু ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি স্থগিত করা হয়। এর ফলে ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে বিদ্যালয়টির ১০০ দরিদ্র শিক্ষার্থী উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উপবৃত্তি না পাওয়ায় শিক্ষার্থী-অভিভাবকের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবক শহিদুল্লাহর অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির ব্যবস্থা না নিয়ে গরিব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বন্ধ রাখার কোনো অর্থ নেই। তবে প্রধান শিক্ষক রসুল মাহমুদ বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটি সঠিক নয়। উপবৃত্তির কার্ড নিয়ে শিক্ষা অফিসের সঙ্গে একটু ঝামেলা হওয়ায় তারা উপবৃত্তি স্থগিত করে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন দাবি করেন, আইনানুযায়ী উপবৃত্তি স্থগিত হয়েছে। ওই প্রধান শিক্ষকের তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত পাকরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি স্থগিত থাকবে।